রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৬ সনের ২৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৪, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৯৫—৫১৭
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৩৭—৬৬৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫০৫—৫৩৫

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ২২ বৈশাখ ১৪৩৩/০৫ মে ২০২৬

বিষয়: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৩৭ নং ওয়ার্ডের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এর নামীয় নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল প্রসঙ্গে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৮.৯৩-৫৫—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৩৭ নং ওয়ার্ডের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মুহাম্মদ আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত জনাব আবদুল্লাহ আল আউয়াল নির্ঝরের সাথে জনৈক ফারিয়া ইসলাম তুলির বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করার অভিযোগ, গত ০৪-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে এবং ০৯-০৬-২৪ খ্রি. তারিখে পরস্পর বিরোধী দুটি প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করার অভিযোগসহ নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের সহকারী নিয়োগ করতঃ তার হেফাজতে বালাম বহি রেখে অধিক্ষেত্রের বাইরে বিবাহ নিবন্ধন করানোর অভিযোগসমূহ তার স্বীকৃতির ভিত্তিতেতদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় ও তদপ্রেক্ষিতে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হলে তিনি অদ্যাবধি কোনো জবাব দাখিল না করায় এবং তা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ১১ অনুযায়ী অসাদাচরণের শামিল হওয়ায় জনাব মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এর নামীয় নিকাহ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল করা হলো।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

একই সাথে অধিক্ষেত্রটি শূন্য ঘোষণাপূর্বক অনধিক ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য সংলগ্ন (সন্নিকটবর্তী) ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রারকে বিধি মোতাবেক নিকাহ রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের জন্য এবং সাবেক নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এর নিকট হতে বালাম বহিসহ নিকাহ রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজাদি সংগ্রহ করার জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, ঢাকা-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৬ বিধি অনুযায়ী শূন্য ঘোষিত উক্ত অধিক্ষেত্রে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা রেজিস্ট্রার-কে অবহিত করা হলো।

মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২২ বৈশাখ ১৪৩৩/০৫ মে ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.২২৫.০৪.০০১.২৬-৩৮—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলাসমূহের অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, বিপি নম্বর, ব্যাচ ও পদবি	থানার নাম, মামলা নং ও তারিখ
১.	মোঃ মনিরুজ্জামান, বিপি-৭৪৯৯০১০০৫৩, বিসিএস ১৮তম ব্যাচ, সাবেক পুলিশ কমিশনার, আরপিএমপি, রংপুর	কোতয়ালী (আরপিএমপি) থানার মামলা নং-১২, তারিখ: ১৯-০৮-২০২৪ খ্রি.
২.	উত্তম কুমার পাল, বিপি-৭৩০৩০২৭৮০২, বিসিএস ২২তম ব্যাচ, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, আরপিএমপি, রংপুর	কোতয়ালী (আরপিএমপি) থানার মামলা নং-১৪, তারিখ: ২১-০৮-২০২৪ খ্রি.
৩.	মোঃ আবু মারুফ হোসেন, বিপি-৭৯০৬১২৪৩৭৬, বিসিএস ২৫তম ব্যাচ, সাবেক ডিসি (ক্রাইম), আরপিএমপি, রংপুর	কোতয়ালী (আরপিএমপি) থানার মামলা নং-২৩, তারিখ: ২৫-০৮-২০২৪ খ্রি.
৪.	মোঃ শাহজাহান, বিপি-৭৬০৬১২৫৯৮৩, বিসিএস ২৫তম ব্যাচ, সাবেক পুলিশ সুপার, রংপুর জেলা	কোতয়ালী (আরপিএমপি) থানার মামলা নং-২৭, তারিখ: ২৯-০৮-২০২৪ খ্রি.
		কোতয়ালী (আরপিএমপি) থানার মামলা নং-১৩, তারিখ: ১৯-০৮-২০২৪ খ্রি.

নং ৪৪.০০.০০০০.২২৫.০৪.০০১০.২২-৪১—আদিষ্ট হয়ে পুলিশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের মতামতের আলোকে নিম্নবর্ণিত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলাসমূহের অভিযোগপত্র দাখিল ও বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৯৭ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, পদবি, ব্যাচ, বিপি নম্বর	থানার নাম, মামলা নং ও তারিখ
০১	মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বিপি-৭৪০১১১৯৭৫৩ বিসিএস ২০তম ব্যাচ, সাবেক ডিবি প্রধান, ডিএমপি, ঢাকা	যাত্রাবাড়ি থানার মামলা নং-০৬, তারিখ: ০১-০৯-২০২৪ খ্রি.
		মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-০৩, তারিখ: ০১-০৯-২০২৪ খ্রি.
		সূত্রাপুর থানার মামলা নং-০৩, তারিখ:২২-০৮-২০২৪ খ্রি.
		সূত্রাপুর থানার মামলা নং-০১, তারিখ: ০১-০৯-২০২৪ খ্রি.
		যাত্রাবাড়ি থানার মামলা নং-৪০, তারিখ: ৩০-০৮-২০২৪ খ্রি.
		মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৪৮, তারিখ: ২২-১১-২০২৪ খ্রি.
		মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৩১, তারিখ: ২২-০৯-২০২৪ খ্রি.
		মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৩৮, তারিখ: ২০-০৪-২০২৫ খ্রি.
		খিলগাঁও (ডিএমপি) থানার মামলা নং-১৬, তারিখ: ০৯-৯-২০২৪ খ্রি.
		যাত্রাবাড়ি (ডিএমপি) থানার মামলা নং-২২, তারিখ: ২৬-০৮-২০২৪ খ্রি.
		রামপুরা (ডিএমপি) থানার মামলা নং-০৩, তারিখ: ০১-০৯-২০২৪ খ্রি.
		মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-০৬, তারিখ: ০৩-০৯-২০২৪ খ্রি.
		মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-১৫, তারিখ: ০৬-০২-২০২৫ খ্রি.
০২	সৈয়দ নুরুল ইসলাম বিপি-৭১০১১০৮১৮৮ বিসিএস ২০তম ব্যাচ সাবেক ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ	সূত্রাপুর থানার মামলা নং-০১, তারিখ:০১-০৯-২০২৪ খ্রি.

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, পদবি, ব্যাচ, বিপি নম্বর	থানার নাম, মামলা নং ও তারিখ
০৩	বিপ্লব কুমার সরকার বিপি-৭২০৩১২২৫৯৬ বিসিএস ২১তম ব্যাচ, সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (যুগ্ম কমিশনার, ডিএমপি), ঢাকা	যাত্রাবাড়ি থানার মামলা নং-০৬, তারিখ: ০১-০৯-২০২৪ খ্রি.
		মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-০৩, তারিখ: ০১-০৯-২০২৪ খ্রি.
		সূত্রাপুর থানার মামলা নং-০৩, তারিখ:২২-০৮-২০২৪ খ্রি.
		সূত্রাপুর থানার মামলা নং-০১, তারিখ: ০১-০৯-২০২৪ খ্রি.
		যাত্রাবাড়ি থানার মামলা নং-৪০, তারিখ: ৩০-০৮-২০২৪ খ্রি.
		মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৪৮, তারিখ: ২২-১১-২০২৪ খ্রি.
		মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৩১, তারিখ: ২২-০৯-২০২৪ খ্রি.
		মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৩৮, তারিখ: ২০-০৪-২০২৫ খ্রি.
		খিলগাঁও (ডিএমপি) থানার মামলা নং-১৬, তারিখ: ০৯-০৯-২০২৪ খ্রি.
		যাত্রাবাড়ি (ডিএমপি) থানার মামলা নং-২২, তারিখ: ২৬-০৮-২০২৪ খ্রি.
		রামপুরা (ডিএমপি) থানার মামলা নং-০৩, তারিখ: ০১-০৯-২০২৪ খ্রি.
		মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-১৫, তারিখ: ০৬-০২-২০২৫ খ্রি.
০৪	এস এম মেহেদী হাসান বিপি-৭২০৩০২৭৮০৮ বিসিএস ২২তম ব্যাচ সাবেক যুগ্ম কমিশনার, দক্ষিণ ডিএমপি	যাত্রাবাড়ী (ডিএমপি) থানার মামলা নং-২২, তারিখ: ২৬-০৮-২৪ খ্রি.
০৫	মোঃ জসীম উদ্দীন মোল্লা বিপি-৭৬০৫১০৪৫৫৮ বিসিএস ২৪তম ব্যাচ, সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার মিরপুর বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা	মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৩৮, তারিখ: ২০-০৪-২০২৫ খ্রি.
০৬	মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, বিপি-৮১০৮১২১৬৩৮ বিসিএস২৭তম ব্যাচ সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ওয়ারি বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা।	যাত্রাবাড়ি থানার মামলা নং-০৬, তারিখ: ০১-০৯-২০২৪ খ্রি.
		সূত্রাপুর থানার মামলা নং-০৩, তারিখ:২২-০৮-২০২৪ খ্রি.

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ২১ বৈশাখ ১৪৩৩/০৪ মে ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০১২.২৬.১৭৮—যেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, পিএম (বিপি-৮৮১৬১৭৮৩৭১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা-এর অনুকূলে তাঁর ০২ (দুই) সন্তানের তত্ত্বাবধানের জন্য স্কটল্যান্ড গমনের অনুমতিসহ ১৬-০৯-২০২৫ তারিখ অথবা ছুটি ভোগের তারিখ হতে ২১ (একুশ) দিনের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা হতে গত ১৮-০৯-২০২৫ তারিখে মঞ্জুর করা হয়। তিনি উক্ত বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি ভোগ করার উদ্দেশ্যে গত ২০-০৯-২০২৫ তারিখ অপরাহ্ণে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। নির্ধারিত ছুটি শেষে তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ১১-১০-২০২৫ তারিখ হতে ০৪-১২-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৫৫ (পঞ্চান্ন) দিন কর্মস্থলে গড়হাজির থাকেন এবং ০৪-১২-২০২৫ তারিখ অপরাহ্ণে কর্মস্থলে যোগদান করেন; এবং

০২। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসাধাচরণ'-এর দায়ে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ১২/২৬) রুজুপূর্বক ০১-০৪-২০২৬ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয়; এবং

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১২-০৪-২০২৬ তারিখে অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে, ২৯-০৪-২০২৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

০৪। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান যে, স্কটল্যান্ডে তাঁর ০২ (দুই) শিশু সন্তানের তত্ত্বাবধানসহ সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং উপযুক্ত আবাসনের ব্যবস্থা করার সুবিধার্থে বহিঃবাংলাদেশ ছুটির মেয়াদ ১১-১০-২০২৫ তারিখ হতে ১০-১২-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৬০ (ষাট) দিন বৃদ্ধির জন্য তিনি ০৯-১০-২০২৫ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন/ই-মেইল করেন; এবং

০৫। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত/রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামার জবাব এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত " অসদাচরণ" -এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বিধায় তাঁকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৬। যেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, পিপিএম (বিপি-৮৮১৬১৭৮৩৭১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা-কে ভবিষ্যতে সরকারি কর্তব্য পালনে আরো সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার (মামলা নং ১২/২৬) দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। গত ১১-১০-২০২৫ তারিখ হতে ০৪-১২-২০২৫ পর্যন্ত ৫৫ (পঞ্চান্ন) দিন কর্মস্থলে তাঁর অনুপস্থিতিকাল কর্মকাল হিসেবে গন্য করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১৫২.২৪.১৭৯—যেহেতু, জনাব মিথুন সরকার (বিপি-৮৬১৪১৬৬৩২৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস), সাতক্ষীরা গত ০৫-০৬-২০২১ হতে ০৩-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহীতে কর্মরত থাকাবস্থায় গত ১০-০৯-২০২২ তারিখ নিজের নাম-পরিচয় গোপন করে জনাব আবদুছ ছালাম সরকার (বিপি-৬৬৮৯০৭৪৮৩৬), সহকারী পুলিশ সুপার (প্রশাসন), বিপিএ, সারদা এর নাম, পদবি ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে জনাব মঞ্জুর-এ-খোদা (বিপি-৬৬৮৯০৩৮৪৪৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এডমিন এন্ড লজিস্টিকস), বিপিএ, সারদা এর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এসএ পরিবহন কুরিয়ার সার্ভিস, রাজশাহী শাখা হতে মেমো নং-৩৪১২৩৬ ও ৩৪১২৩৭ ও ৩৪১২৩৮ তারিখ: ১০-০৯-২০২২ মূলে ৩টি অভিযোগ যথাক্রমে (১) পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর (২) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও (৩) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেন; এবং

০২। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর দায়ে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-১৫২/২৪) রুজুপূর্বক ০২-০২-২০২৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয়; এবং

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০১-০৩-২০২৫ তারিখে অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে, ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য ১০-০৯-২০২৫ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তাঁকে ১২-০৩-২০২৬ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং তিনি ৩১-০৩-২০২৬ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন; এবং

০৫। যেহেতু, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদনে সাক্ষীগণের বক্তব্য, অভিযোগের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁকে সতর্ক করে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৬। সেহেতু, জনাব মিথুন সরকার, (বিপি-৮৬১৪১৬৬৩২৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস), সাতক্ষীরা-কে ভবিষ্যতে সরকারি কর্তব্য পালনে আরও সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার (মামলা নং ১৫২/২০২৪) দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ বৈশাখ ১৪৩৩/০৪ মে ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.০৪.০০১৮.২৬.১৮০—যেহেতু, জনাব মো: হিপজুর আলম মুন্সী (বিপি-৭৪০২০৭২৬০২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), গাইবান্ধা জেলা (রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী মডেল থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) বিধি মোতাবেক তাঁকে '১ (এক) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর ওপর আরোপিত দণ্ডাদেশ মওকুফের নিমিত্ত আপিল দায়ের করেন; এবং

০২। যেহেতু, আপিলকারীর আপিল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপক্ষের দফাওয়ারী জবাব এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তাঁর ওপর আরোপিত দন্ড নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে হয়েছে, অভিযোগের উপর প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যাপ্ত এবং আরোপিত দন্ড যথার্থ ও ন্যায়ানুগ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৩। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মো: হিপজুর আলম মুন্সী (বিপি-৭৪০২০৭২৬০২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), গাইবান্ধা জেলা, (রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী মডেল থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ)-এর আপিল আবেদন না-মঞ্জুরপূর্বক পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা কর্তৃক ০৫-১১-২০২৫ তারিখে ৪৪.০১.০০০০.০১১.২৬.১০.১৮৯৪ নং আদেশমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) বিধি মোতাবেক তাঁর উপর আরোপিত '১ (এক) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেড অবনমিতকরণ' সূচক দণ্ডাদেশ বহাল রাখা হলো।

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ বৈশাখ ১৪৩৩/০৪ মে ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৪.২৭.০০৫১.২৫.১৮১—যেহেতু, জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন (বিপি-৬৯০৫১০৮১৮৭), অতিরিক্ত ডিআইজি (চলতি দায়িত্বে), শিল্পাঞ্চল পুলিশ, ঢাকা ও সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (চলতি দায়িত্বে), নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং তাঁর ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯-০৪-২০২৬ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

০২। যেহেতু, শুনানিকালে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত দ্বারা সমর্থিত নয়;

০৩। সেহেতু, জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন (বিপি-৬৯০৫১০৮১৮৭), অতিরিক্ত ডিআইজি (চলতি দায়িত্বে), শিল্পাঞ্চল পুলিশ, ঢাকা ও সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি (চলতি দায়িত্বে), নৌ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-০২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২২ বৈশাখ ১৪৩৩/০৫ মে ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.৯৯.০০০৭.২৫.১৮২— যেহেতু, জনাব কে এম তারিকুল ইসলাম (বিপি-৭৫০২০০৬১৯৮), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), এন্টি টেররিজম ইউনিট, ঢাকা (বরগুনা জেলার সদর থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ)-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালা ৪(২) (খ) বিধি মোতাবেক তাঁকে "০১ (এক) বৎসরের জন্য স্থায়ীভাবে বেতন-বৃদ্ধি স্থগিতকরণ" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়। তিনি আরোপিত দণ্ডাদেশ মওকুফের নিমিত্ত আপিল দায়ের করেন; এবং

০২। যেহেতু, আপিলকারীর আপিল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপক্ষের দফাওয়ারী জবাব এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তাঁর ওপর আরোপিত দণ্ড নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে হয়েছে, অভিযোগের উপর প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যাপ্ত এবং আরোপিত দণ্ড যথার্থ ও ন্যায়ানুগ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৩। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব কে এম তারিকুল ইসলাম (বিপি-৭৫০২০০৬১৯৮), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), এন্টি টেররিজম ইউনিট, ঢাকা (বরগুনা জেলার সদর থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ)-এর আপিল আবেদন না-মঞ্জুরপূর্বক পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ কর্তৃক ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে ৪৪.০১.০৪০০.০১২.২৭.২১.২০২২-২৬১০ নং আদেশমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক তাঁর উপর আরোপিত "০১ (এক) বৎসরের জন্য স্থায়ীভাবে বেতন-বৃদ্ধি স্থগিতকরণ" সূচক দণ্ডাদেশ বহাল রাখা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১৫৯.২৫.১৮৩— যেহেতু, জনাব মিমতানুর রহমান, পিপিএম (বিপি-৮০১৩১৫৯৩৪১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসবি, ঢাকা; তিনি গত ১০-০৬-২০২৫ তারিখ রাত ১০.০০ টা হতে ১১-০৬-২০২৫ তারিখ সকাল ৭.০০ টা পর্যন্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন "গ" পালায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে ডিউটিরত থাকা অবস্থায় TK-713 ফ্লাইটের ৩০ (ত্রিশ) জন যাত্রী ইস্তাম্বুল হয়ে মিশরগমনের উদ্দেশ্যে চেক-ইন করে। অতঃপর যাত্রীরা ইমিগ্রেশন টার্মিনাল ১, ২ ও ৩ এর প্রতিটিতে ১০ (দশ) জন করে ইমিগ্রেশন সম্পন্নের জন্য হাজির হয়। যাত্রীরা আলেকজান্দ্রিয়ার বোর্ডিং পাস প্রদর্শন না করে শুধু পাসপোর্ট, তুরুস্কের ভিজিট ভিসা (ই-ভিসা) ও ইস্তাম্বুলের বোর্ডিং পাস দেখিয়ে তুরস্কের ভিসিট ভিসাধারী যাত্রী হিসেবে ইমিগ্রেশন ডেস্কে আসে। সংশ্লিষ্ট ইমিগ্রেশন ডেস্ক অফিসারগণের সন্দেহের উদ্রেক হলে তাঁরা বিষয়টি যাচাই ও মতামতের জন্য যাত্রীদের প্রসিকিউশন শাখায় প্রেরণ করে। প্রসিকিউশন শাখার এসআই জনাব রাহিয়াতুল জান্নাত ই-ভিসা যাচাইয়ের জন্য যাত্রীদের কাছে ই-মেইল ও কোড নম্বর না পাওয়ায় অন-লাইনে ভিসার সঠিকতা যাচাই করতে না পেরে প্রসিকিউশন ইনচার্জের মতামত চান। প্রসিকিউশন ইনচার্জ মতামত না দিয়ে নির্দেশনার জন্য এসআই-কে তাঁর (অফিসার ইনচার্জ) নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত এসআই তাঁর (অফিসার ইনচার্জ) অফিস কক্ষে প্রবেশ করে তুরুস্কের ভিজিট ভিসা (B1) পাওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে ইউএস, ইউকে অথবা সেনজেন ভিসা থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও তিনি তা আমলে না নিয়ে একটি বোর্ডিং পাসের উপর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং তাঁর (অফিসার ইনচার্জ) নির্দেশে অবশিষ্ট বোর্ডিং পাসের উপর উল্লিখিত এসআই ও প্রসিকিউশন শাখার অন্য ৩ (তিন) জন এসআই 'ok from prosecution' লিখে সব যাত্রীদের ইমিগ্রেশন ডেস্কে প্রেরণ করেন। অতঃপর, তিনি (অফিস ইনচার্জ) বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে ৩ (তিন) জন ইমিগ্রেশন টার্মিনাল ইনচার্জকে দ্রুত ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এভাবে তাঁর নির্দেশনায় ৩০ (ত্রিশ) জন যাত্রীর সবাই ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে উল্লিখিত ফ্লাইটযোগে ইস্তাম্বুল গমন করে। পরবর্তীতে, ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাঁদরকে Fake Visa জনিত কারণে Inadmissible হওয়ায় গত ১৩-০৬-২০২৫ তারিখে TK-712 ফ্লাইটযোগে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়; এবং

০২। যেহেতু, তাঁর একক নির্দেশনায় যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করে তুরস্কের ভিজিট ভিসাধারী ৩০ (ত্রিশ) জন যাত্রীর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হয়। তাঁর এহেন কার্যকলাপে এসবি ইমিগ্রেশনের সক্ষমতা ও পেশাদারিত্ব প্রশ্নের সম্মুখিন হওয়াসহ দেশ বিদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। অধিকন্তু, ভিসা জাল বলে প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও যাত্রীদের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে অধীনস্তদের নির্দেশনা দিয়ে তিনি অকর্মকর্তাসুলভ ও বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণ প্রদর্শন করেছেন; এবং

০৩। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ০৭-১০-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর দায়ে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ১৫৯/২৫) রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়; এবং

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৬-১০-২০২৫ তারিখে অভিযোগের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ২৯-০৪-২০২৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

০৫। যেহেতু, শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামার জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তকে লঘুদণ্ড আরোপ করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৬। সেহেতু, জনাব মিমতানুর রহমান, পিপিএম (বিপি-৮০১৩১৫৯৩৪১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসবি, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২) (খ) বিধি মোতাবেক তাকে **"০২ (দুই) বছরের জন্য ০১ (এক)টি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত"** সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০০৭.২৬-১৮৪**—যেহেতু, জনাব মাহমুদুল হাসান (বিপি-৮৩১৩১৫৯৩৫৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সংযুক্ত; তিনি মৌলভীবাজার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মকালীন গত ১৮-০১-২০২৩ তারিখ মৌলভীবাজার জেলার সদর কোর্ট মালখানা পরিদর্শন করেন। কিন্তু উক্ত পরিদর্শনের বিষয়টি তাঁর মাসিক ভ্রমণ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তিনি মালখানায় উপস্থিত হয়ে মামলার আলামত থেকে সুকৌশলে ১৩ পিস ইয়াবা পরিবর্তন করেন। পরবর্তী দিন অর্থাৎ ১৯-০১-২০২৩ তারিখে একটি খাকি খামে অর্ধগলিত ময়লাযুক্ত ৬-৭ পিস ইয়াবা পরিবর্তনের জন্য তাঁর দেহরক্ষী কনস্টেবল জনাব আশরাফুল ইসলাম-কে মালখানায় কর্তব্যরত কনস্টেবল জনাব সমীরণ দাসের নিকট প্রেরণ করেন। কনস্টেবল জনাব সমীরণ দাস ইয়াবা পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানান; এবং

২। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৫-০২-২০২৬ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' -এর দায়ে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০৭/২৬) রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৫-০২-২০২৬ তারিখে অভিযোগের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ২৯-০৪-২০২৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনষ্ঠিত হয়; এবং

৪। সেহেতু, শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামার জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তকে লঘুদন্ড আরোপ করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৫। সেহেতু, জনাব মাহমুদুল হাসান (বিপি-৮৩১৩১৫৯৩৫৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সংযুক্ত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) মোতাবেক তাঁকে "০১ (এক) বছরের জন্য একটি বেতনবৃদ্ধি স্থগিত" সূচক লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩/০৬ মে ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০৮৭.২৩.১৮৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ কায়সার রিজভী কোরায়েশী, পিপিএম (বিপি-৮০১৩১৫৯৪৫৫), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, উত্তরা, ঢাকা; তিনি অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা, এয়ারপোর্ট জোন-এ টিম ইনচার্জ হিসেবে কর্মকালীন তাঁর বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগসমূহ পাওয়া যায়:

(ক) বিমানবন্দর থানার মামলা নং ১৬(১০)২০২০, ধারা-১৭০/৩৯২ পেনাল কোড মামলাটি উপ-পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা উত্তরা বিভাগ) স্মারক নং-(গোঃবিঃউঃ) (অধিঃ-২০২০)/১২২(৯)/১, তারিখ ০৫-১১-২০২০ মূলে অধিগ্রহণপূর্বক তদন্তের জন্য গোয়েন্দা উত্তরা বিভাগের এয়ারপোর্ট জোনাল টিমে কর্মরত এসআই (নিরস্ত্র) জনাব মো: মাসুদুল ইসলামকে তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং তাঁকে তদন্ত তদারকি কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি মামলাটি তদন্তকালে তাঁর নেতৃত্বে ১৯-১১-২০২০ তারিখে মাদারীপুর ও শরীয়তপুর হতে জনাব মো: সেলিম মোল্লা, জনাব মো: রিপন মোড়ল, জনাব গোলাম মাওলা, জনাব মো: আমির হোসেন তালুকদারগণ'কে এবং ২৬-১১-২০২০ তারিখে কর্ণফুলী গার্ডেন সিটি, কাকরাইল হতে সন্দিগ্ধ আসামী জনাব মো: মোশাররফ হোসেনকে বিমানবন্দর (ডিএমপি) থানার মামলা নং-১৬(১০)২০২০ এর সন্দিগ্ধ আসামী হিসেবে গ্রেফতার করলেও তাঁদেরকে যথাসময়ে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ না করে সায়েদাবাদস্থ পৌর ফিলিং স্টেশন হতে ২৮-১১-২০২০ তারিখ রাতে গ্রেফতার দেখিয়ে মিথ্যা ও বানোয়াট কাগজপত্র সৃজন করে ২৯-১১-২০২০ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেন। গ্রেফতারকৃতদের অবৈধভাবে প্রায় ১০ দিন ডিবি অফিসে আটক রাখেন এবং এই সময়ে তাঁদেরকে ছেড়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অংকের টাকা গ্রহণ করেন;

(খ) তাঁর নেতৃত্বে গত ২৬-১১-২০২০ তারিখে সিআইডি'র এসআই (নিরস্ত্র) জনাব মো: আকসাদুজ্জামানকে মালিবাগ হতে আটক করে ডিবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর, তাঁর বাসায় অভিযান চালিয়ে ১,২৮,০০,০০০/-(এক কোটি আটাশ লক্ষ) টাকা উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এ টাকা উদ্ধার সংক্রান্তে তাঁর সাথে অভিযোগকারী জনাব মো: আকসাদুজ্জামান এবং তাঁর স্ত্রী জনাব তাহমিনা ইয়াসমিনদ্বয়ের মোবাইলে কথোপকথন এবং সিআইডি ফরেনসিক বিশারদের মতামতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ১,২৮,০০,০০০/-(এক কোটি আটাশ লক্ষ) টাকা উদ্ধার এবং পরবর্তীতে তাহমিনা ইয়াসমিনের নিকট হতে আরো ১৪,০০,০০০ (চৌদ্দ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করে জব্দ তালিকা মূলে জব্দ না করে তিনি, মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স পরস্পর যোগসাজসে তা আত্মসাৎ করেন;

(গ) তাঁর নেতৃত্বে গত ১৯-১১-২০২০ তারিখে জনাব গোলাম মাওলা (৪২), পিতা-মৃত রশিদ মোড়ল, গ্রাম-দ্বিতীয় খন্ড মোড়লকান্দি, থানা-শিবচর, জেলা-মাদারীপুরসহ তিন জনের মধ্যে ০২(দুই) জনকে ২৯-১১-২০২০ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করলেও জনাব গোলাম মাওলা-এর চাচাতো ভাইয়ের নিকট হতে এএসআই (নিঃ) জনাব প্রকাশ এর মাধ্যমে ডিবি অফিসে বসে ৮, ০০,০০০/-(আট লক্ষ) টাকা গ্রহণ করে তাঁকে (জনাব গোলাম মাওলা) ডিবি অফিস হতে ছেড়ে দেন;

(ঘ) তাঁকে ডিএমপি, ঢাকার স্মারক নং-(গোঃ বিঃ উঃ) (অধিঃ-২০২০)/১২২ (৯)/১, তারিখ: ০৫-১১-২০২০ মূলে মামলাটির তদন্ত তদারকি কর্মকর্তা নিয়োগ করা সত্ত্বেও ০১-০২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত তিনি মামলার ঘটনায় ব্যবহৃত সিআইডি'র ভাড়াকৃত মাইক্রোবাস যথাসময়ে জব্দ করেননি, গ্রেফতারকৃত সন্দিগ্ধ আসামীদেরকে মামলার বাদী কর্তৃক টিআই প্যারেড করাননি ও মামলার তদন্ত তদারকি প্রতিবেদন দাখিল করেননি;

(ঙ) তাঁর নেতৃত্বে বর্ণিত মামলা ১৬(১০) ২০২০ এর তদন্তকারী কর্মকর্তা ২১-১১-২০২০ তারিখে সায়েদাবাদ পৌর ফিলিং স্টেশন এর সামনে থেকে কথিত গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের নিকট হতে উদ্ধারকৃত বিদেশী ও দেশি টাকা জব্দ করেন। কিন্তু জব্দ তালিকায় যথোপযুক্ত সাক্ষী ফিলিং স্টেশনের কর্মচারীদের সাক্ষী না করে দুজন পথচারীকে সাক্ষী হিসেবে দেখান এবং একজন ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেনা বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয়;

(চ) আলোচ্য অভিযোগ অনুসন্ধানকালে ডিবি বিমানবন্দর থানার মামলা নং-১৬ (১০) ২০২০ এর তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই (নিরস্ত্র) জনাব মোঃ মাসুদুল ইসলাম এবং তদন্তকাজে সহায়তাকারী পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান (বিপি-৬৯৯৫০৪৬৫৯৭), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (বিপি-৭৭০১০৩৩৩০০), এএসআই(নিরস্ত্র)/২৬৭১৩ জনাব প্রকাশ চন্দ্র গুহ (বিপি-৮৬০৬১০৭১৩৬), এএসআই (নিরস্ত্র)/৪৭৯৬ জনাব মোঃ জুলহাস মিয়া (বিপি-৮১০১০২৪৩৯৭), কনস্টেবল/ ২৬১১৭ জনাব এসএম মাসুদ রানা (বিপি-৭৭৯৭০৫৫৯১৩), মামলা তদন্তকালে বর্ণিত সকল অবৈধ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও তাঁর নির্দেশে উদ্দেশ্যেমূলকভাবে পরস্পর যোগসাজসে তাঁর সকল অভিযোগের বিষয় অস্বীকার করে; এবং

২। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ক) ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে "অদক্ষতা", "অসদাচরণ" ও দুর্নীতি পরায়ণতা"-এর দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে গত ২৬-১১-২০২৩ তারিখে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ৮৭/২০২৩), রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৮-১২-২০২৩ তারিখে অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে, গত ০২-১০-২০২৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

৪। যেহেতু, শুনানিঅন্তে, অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য গত ১১-১১-২০২৪ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১০-০২-২০২৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

৫। যেহেতু, গত ১১-০৩-২০২৬ তারিখে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং গত ১২-০৪-২০২৬ তারিখে তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন; এবং

৬। যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁকে "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" সূচক লঘুদণ্ড আরোপ করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৭। সেহেতু, জনাব মো: কায়সার রিজভী কোরায়েশী, পিপিএম (বিপি-৮০১৩১৫৯৪৫৫), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, উত্তরা, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ক) ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে "অদক্ষতা", "অসদাচরণ" ও দুর্নীতি পরায়ণতা"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ২(ঘ) মোতাবেক **"০১ (এক) বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ"** সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। অর্থাৎ ৬ষ্ঠ গ্রেডে তাঁর মূলবেতন ৪৭,৬০০/-টাকা থেকে অবনমিত করে ৪৫,৩৩০/- টাকায় নির্ধারণ করা হলো। বেতনগ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিত থাকার সময়কাল বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না। (এক) বছর পর তিনি ৪৭,৬০০/ টাকা মূলবেতনে প্রত্যাবর্তন এবং তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩/০৬ মে ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.০৪.০০১৬.২৬-১৮৮**—যেহেতু, জনাব মনজুর আলম (বিপি-৭১৯৭০০৯৮৮০), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ডিএসবি, ফেনী (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, কাউখালী থানা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে গত ০২-১১-২০২৫ তারিখে "০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়। তিনি আরোপিত দণ্ডাদেশ মওকুফের নিমিত্ত আপিল দায়ের করেন; এবং

২। যেহেতু, আপিল আবেদন, আপিল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপক্ষের দফাওয়ারী জবাব, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর আপিল আবেদন মঞ্জুরপূর্বক দণ্ডাদেশ বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৩। সেহেতু, জনাব মনজুর আলম (বিপি-৭১৯৭০০৯৮৮০), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) , ডিএসবি, ফেনী (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, কাউখালী থানা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা)-এর আপিল আবেদন মঞ্জুর করে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী কর্তৃক গত ০২-১১-২০২৫ তারিখে বিপিএ/প্রশাসন/৬৬২৩ নং আদেশমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (খ) মোতাবেক তাঁর উপর আরোপিত "০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" সূচক লঘুদণ্ড বাতিলপূর্বক আনীত অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ বৈশাখ ১৪৩৩/০৫ মে ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০১৯.০১.০০৫৮.২৫.৪৩৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ ইব্রাহিম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন-১ শাখায় সংযুক্ত,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (সাময়িক বরখাস্ত) এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কক্সবাজারে আয়োজিত "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণের ৩য় ব্যাচ (১৪-১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫) এ অংশগ্রহণের জন্য অনুমোদিত সময়ের পূর্বে কক্সবাজার গমন করে সরকারি নির্দেশনার ব্যত্যয় করেন;

২। যেহেতু, তিনি কক্সবাজার থেকে সেন্টমার্টিন যাওয়ার উদ্দেশ্যে কস্তুরাঘাট, সদর, কক্সবাজার এলাকায় চিৎকার, চেঁচামেচি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কক্সবাজার সদর এর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন;

৩। যেহেতু, তার এহেন অসৌজন্যমূলক আচরণের বিষয়টি বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়;

৪। যেহেতু, জনাব মোঃ ইব্রাহিম, প্রশাসনিক কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ ইব্রাহিম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানী পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি লঘুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ ইব্রাহিম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে একই বিধিমালায় বিধি ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো এবং একইসাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ১৪-১২-২০২৫ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০.০১৯.০১.০০৫৮.২৫.১০২৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত তার 'সাময়িক বরখাস্ত' আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আবদুল্যাহ আল জাবেদ
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ বৈশাখ ১৪৩৩/০৫ মে ২০২৬

নং **৪৬.০০.০০০০.০০০.০৬৩.১১.০০০৩.২৫-৩৩৮**—স্থানীয় সরকার বিভাগের ০২ জুন ২০২৫ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০০০.০৬৩.২৭.০০০২.২৪-৩৯৬ নং প্রজ্ঞাপনমূলে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী পৌরসভায় প্রশাসক হিসেবে নিয়োগকৃত উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত হাটহাজারী পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলো:

জেলার নাম	পৌরসভার নাম	নিয়োগকৃত প্রশাসক-এর নাম ও পদবি
চট্টগ্রাম	হাটহাজারী পৌরসভা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা: হাটহাজারী, জেলা-চট্টগ্রাম

২। নিয়োগকৃত প্রশাসক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ এর ধারা ৪২ (ক) এর উপধারা (৩) মোতাবেক পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। নিয়োগকৃত প্রশাসক নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব পালনকালীন তিনি বিধি মোতাবেক দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হবেন। এছাড়া, অন্য কোনো আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: সগীর হোসেন
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২২ বৈশাখ ১৪৩৩/০৫ মে ২০২৬

নং **২৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৩০.১৯-১৯২**—যেহেতু, জনাব মোঃ তারেক, সহকারী প্রকৌশলী/স্ব পদে স্ব-বেতনে উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনায় কর্মরত থাকা অবস্থায় রূপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩.২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪.০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ১৭/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৭-১০-২০১৯ তারিখে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন। তিনি দুদকের মামলায় পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। পরবর্তীতে, গত ২০-০৮-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অতঃপর, বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: সারোয়ার আলমকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ তারেক সহকারী প্রকৌশলী/স্ব পদে স্ব-বেতনে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৯-০১-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ তারেক, সহকারী প্রকৌশলী/স্ব পদে স্ব-বেতন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী জনাব মোঃ তারেককে, 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ তারেককে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবে সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

০৫। সেহেতু, জনাব মোঃ তারেক, সহকারী প্রকৌশলী/স্ব পদে স্ব-বেতনে উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো;

৬। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ তারেক, সহকারী প্রকৌশলী/স্ব পদে স্ব-বেতনে উপ বিভাগীয়-প্রকৌশলী (ই/এম) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনাকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪ জুলাই ২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১৪ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি-মোতাবেক যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০১৮.১৯-১৯৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ আহমেদ সাজ্জাদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম)(চলতি দায়িত্ব)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), গণপূর্ত ই/এম প্ল্যানিং বিভাগ-৩, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ পাবনায় কর্মরত থাকা অবস্থায় রুপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩. ২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪. ০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০৬/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১৭-১০-২০১৯ তারিখে প্রথম কারণ দর্শানোর নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন। তিনি দুদকের মামলায় পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। পরবর্তীতে, গত ২৬-০৮-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অত:পর, বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: সারোয়ার আলমকে সভাপতি, যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য এবং সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আহমেদ সাজ্জাদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম)(চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), গণপূর্ত ই/এম প্ল্যানিং বিভাগ-৩, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৫-০১-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ আহমেদ সাজ্জাদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম) (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), গণপূর্ত ই/এম প্ল্যানিং বিভাগ-৩,গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), পাবনা গর্ণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী জনাব মোঃ আহমেদ সাজ্জাদ খানকে, 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আহমেদ সাজ্জাদ খানকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবে সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

০৫। সেহেতু, জনাব মোঃ আহমেদ সাজ্জাদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম) (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), গণপূত ই/এম প্ল্যানিং বিভাগ-৩, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো;

৬। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আহমেদ সাজ্জাদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম) (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), গণপূত ই/এম প্ল্যানিং বিভাগ-৩, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), পাবনা গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, পাবনাকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪ জুলাই ২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১১৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি-মোতাবেক যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৫.১৯-১৯৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ রওশন আলী, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনায় কর্মরত থাকা অবস্থায় রুপপুর গ্রীণসিটি প্রকল্পের নির্মাণাধীন ২০ ও ১৬ তলা ভবনের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়। উক্ত অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৫১৩. ২০১৯-৪২৭ নম্বর স্মারকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকেও ১৯-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০.০৩১.১৪. ০৮৯.১৭-২১০ নম্বর স্মারকে আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং এ মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় এবং ভবনে উঠানোর কাজে অস্বাভাবিক ব্যয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক তিনি অস্বাভাবিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত এর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে দায়িত্ব পালনে অবহেলো করেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ১৮/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় 'অভিযোগনামা' ও 'অভিযোগ বিবরণী' প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২০-১০-২০১৯ তারিখে প্রথম কারণ দর্শানোর নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন। তিনি দুদকের মামলায় পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। পরবর্তীতে, গত ১৩-০৮-২০২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অত:পর, বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: সারোয়ার আলমকে সভাপতি, যুগ্মসচিব সচিব জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞাকে সদস্য সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আশিক উন নবী তালুকদারকে সদস্য-সচিব করে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রওশন আলী, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৭-০১-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন। প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপবিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ রওশন আলী, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খালা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী তাকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী জনাব মোঃ রওশন আলীকে, 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং যেহেতু নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ রওশন আলীকে 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবে সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

০৫। সেহেতু, জনাব মোঃ রওশন আলী, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)(সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, পাবনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৬। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রওশন আলী, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), পাবনা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ পাবনাকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪ জুলাই ২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০৪.১৯-১২৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বিধি-মোতাবেক যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ০৪ মে ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং-৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.১৫.১৯৪—১৯৬৮ সালের (সংশোধিত, ১৯৭৬) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হলো ।

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দি	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	নাম: দোলমঞ্চ ও স্নানমঞ্চ গ্রাম: খানগঞ্জ উপজেলা: রাজবাড়ী সদর জেলা: রাজবাড়ী	খানগঞ্জ	০৭	৯৭	০.৭৪০০ একর মধ্যে ০.০২০০ একর	পূর্ব-(মহাপ্রভু কালাচাদ বিগ্রহ) মন্দির পশ্চিমে: জেলা পরিষদের পাকারাস্তা উত্তর: পদ্মা নদীর বেরীবাঁধ দক্ষিণে: জেলা পরিষদের মালিকানাধীন পুকুর	মহাপ্রভু চৈতন্য কালাচাদ বিগ্রহ মন্দির কমিটি পক্ষে সেবাইত।	প্রত্নস্থান দু'টির নামে পৃথক কোনো দাগ বা খতিয়ান নাই।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ৬ মে ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১২.০০.০০০০.০৫৩.৯৯.০১৭.২২.৬০—কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর ৫(১) ধারা ও কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ৩(১) এর অর্পিত ক্ষমতাবলে সরকার তালিকায় সংযোজিত বাজারসমূহকে ১ মার্চ/২০২৬ ইং তারিখ হইতে উক্ত আইনের তফসিলে (Schedule) বর্ণিত কৃষি পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপিত বাজার ঘোষণা করিয়াছেন।

২। নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহকে কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ৫ হতে ১২ মোতাবেক উল্লিখিত সকল শ্রেণির বাজার কারবারীগণকে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।

৩। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বাজার কারবারীগণকে স্থানীয় সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/কৃষি বিপণন কর্মকর্তার নিকট হইতে লাইসেন্সের ফরম সংগ্রহের জন্য আবেদন করিতে অনুরোধ করা হইল।

ক) ঢাকা বিভাগঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ইউনিয়ন ও উপজেলা/থানার নাম	বাজারের নাম
১	গোপালগঞ্জ	ইউনিয়ন-কাঠি বাজার , উপজেলা - গোপালগঞ্জ সদর	কাঠি বাজার
২		ইউনিয়ন -বৌলতলী, উপজেলা- গোপালগঞ্জ সদর	বৌলতলী বাজার
৩		উপজেলা-সাতপাড়, উপজেলা- গোপালগঞ্জ সদর	গান্দিয়াসুর বাজার
৪		ইউনিয়ন-ডুমরিয়া, উপজেলা-টুংগীপাড়া	বাঁশ বাড়িয়া বাজার
৫		ইউনিয়ন-ডুমরিয়া, উপজেলা-টুংগীপাড়া	তারাইল বাজার
৬		ইউনিয়ন-কুশলা, উপজেলা- কোটালী পাড়া	কুশলা বাজার
৭		ইউনিয়ন-গাগর, উপজেলা-কোটালী পাড়া	সিকির বাজার
৮		ইউনিয়ন-কলাবাড়ি, উপজেলা- কোটালীপাড়া	রামনগর বাজার

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ইউনিয়ন ও উপজেলা/থানার নাম	বাজারের নাম
৯	টাঙ্গাইল	পৌরসভাঃ কালিহাতি, উপজেলা- কালিহাতি	মুন্সীগঞ্জ হাট
১০		ইউনিয়নঃ ঝাওয়াইল, উপজেলা- গোপালপুর	ঝাওয়াইল হাট
১১		ইউনিয়নঃ জামুরকি, উপজেলা- মির্জাপুর	পাকুল্যা বাজার
১২		ইউনিয়ন- দেউলাবাড়ি, উপজেলা- ঘাটাইল	পাকুটিয়া হাট
১৩		ইউনিয়ন- এলাসিন, উপজেলা- দেলদুয়ার	এলাসিন হাট
১৪		ইউনিয়ন-ছিলিমপুর, উপজেলা- দেলদুয়ার	ছিলিমপুর হাট
১৫	নরসিংদী	ইউনিয়ন-হাসনাবাদ, উপজেলা-রায়পুরা	হাসনাবাদ বাজার
১৬		ইউনিয়ন-হাইরমারা, উপজেলা- রায়পুরা	মনিপুরা বাজার
১৭		ইউনিয়ন-আদিয়াবাদ, উপজেলা-রায়পুরা	রাধাগঞ্জ বাজার
১৮		ইউনিয়ন-মরজাল, উপজেলা- রায়পুরা	মরজাল সমতা বাজার
১৯		ইউনিয়ন-কাঠালিয়া, উপজেলা-নরসিংদী সদর	খরিয়া বাজার
২০		ইউনিয়ন-করিমপুর , উপজেলা-নরসিংদী সদর	করিমপুর বাজার
২১		ইউনিয়ন-পুটিয়া, উপজেলা- শিবপুর	পুটিয়া বাজার
২২		ইউনিয়ন-মরজাল, উপজেলা- শিবপুর	যোশর বাজার
২৩		ইউনিয়ন-পলাশ, উপজেলা- পলাশ	পলাশ বাজার
২৪		ইউনিয়ন-চরসিন্ধুর, উপজেলা-পলাশ	চরসিন্ধুর বাজার
২৫		ইউনিয়ন-নারায়নপুর , উপজেলা- বেলাব	নারায়নপুর বাজার
২৬		ইউনিয়ন-চরউজিলাব, উপজেলা- বেলাব	বারৈচা বাজার
২৭		ইউনিয়ন-পোড়াদিয়া, উপজেলা- বেলাব	পোড়াদিয়া বাজার
২৮		ইউনিয়ন-চালাকচর, উপজেলা-মনোহরদী	চালাকচর বাজার
২৯		ইউনিয়ন-কাচিকাটা, , উপজেলা-মনোহরদী	শেখের বাজার
৩০		ইউনিয়ন-বড়চাপা, উপজেলা-মনোহরদী	পাইকন বাজার
৩১	শরীয়তপুর	ইউনিয়ন- নাগের পাড়া , উপজেলা- গোসাইর হাট	নাগের পাড়া বাজার
৩২		ইউনিয়ন-চিকন্দী, উপজেলা- পালং	গঙ্গানগর বাজার
৩৩		ইউনিয়ন-চরমেনগাছি, উপজেলা- ভেদরগঞ্জ	বালা বাজার
৩৪	ফরিদপুর	ইউনিয়ন-কাইচাইল, উপজেলা, নগরকান্দা	ঝাটুরদিয়া বাজার
৩৫		ইউনিয়ন-গট্টি, উপজেলা- সালথা	বালিয়া গট্টি বাজার
৩৬		ইউনিয়ন-দাদপুর, উপজেলা- বোয়ালমারী	চিতার বাজার
৩৭	মুন্সীগঞ্জ	ইউনিয়ন-পঞ্চসার, উপজেলা- মুন্সীগঞ্জ সদর	বিনোদপুর বাজার
৩৮		ইউনিয়ন-কাঠাদিয়া শিমুলিয়া, উপজেলা- টংগীবাড়ি	আলদী বাজার
৩৯		ইউনিয়ন-সোনারং, উপজেলা-টংগীবাড়ি	টংগীবাড়ি বাজার
৪০		ইউনিয়ন-ভাগ্যকুল, উপজেলা-শ্রীনগর	ভাগ্যকুল বাজার
৪১		ইউনিয়ন-নওপাড়া, উপজেলা-শ্রীনগর	নওপাড়া বাজার
৪২		ইউনিয়ন-ইছাপুরা, উপজেলা-সিরাজদিখান	ইছাপুরা বাজার
৪৩		ইউনিয়ন-বাঘড়া, উপজেলা-শ্রীনগর	আলামিন বাজার
৪৪		ইউনিয়ন-রসুনিয়া, উপজেলা-সিরাজদিখান	সিরাজদিখান বাজার
৪৫		ইউনিয়ন- মেদিনীমন্ডল,উপজেলা- লৌহজং	মাওয়া বাজার

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ইউনিয়ন ও উপজেলা/থানার নাম	বাজারের নাম
খ) ময়মনসিংহ বিভাগঃ			
৪৬	শেরপুর	ইউনিয়নঃ - চরপক্ষমারি, উপজেলাঃ শেরপুর সদর	সাতপাকিয়া বাজার
৪৭		ইউনিয়নঃ কামারের চর, উপজেলাঃ শেরপুর সদর	কামারের চর বাজার
৪৮		ইউনিয়নঃ ভেলুয়া, উপজেলাঃ শ্রীবরদী	ঝগড়ারচর বাজার
৪৯		ইউনিয়নঃ রাণীশিমুল, উপজেলাঃ শ্রীবরদী	ভায়াডাংগা বাজার
৫০		ইউনিয়নঃ চরঅষ্টধর, উপজেলাঃ নকলা	নারায়ণখোলা বাজার
৫১		ইউনিয়নঃ গৌরদার, উপজেলাঃ নকলা	গৌরদার বাজার
৫২		ইউনিয়নঃ নন্নি, উপজেলাঃ নালিতাবাড়ি	নন্নি বাজার
৫৩	ময়মনসিংহ	ইউনিয়নঃ দাপুনিয়া, উপজেলাঃ ময়মনসিংহ সদর	দাপুনিয়া বাজার
৫৪		ইউনিয়নঃ ফুলবাড়িয়া, উপজেলাঃ ফুলবাড়িয়া	কেঁশরগঞ্জ বাজার
৫৫		ইউনিয়নঃ কাঁঠাল, উপজেলাঃ ত্রিশাল	কালির বাজার
গ) চট্টগ্রাম বিভাগঃ			
৫৬	চট্টগ্রাম	ইউনিয়নঃ দোহাজারী, উপজেলাঃ চন্দনাইশ	দোহাজারী বাজার
৫৭		ইউনিয়নঃ নানুপুর, উপজেলাঃ ফটিকছড়ি	নানুপুর বাজার
৫৮		ইউনিয়নঃ নারায়ন হাট, উপজেলাঃ ফটিকছড়ি	নারায়ন হাট বাজার
৫৯		ইউনিয়নঃ কুসুমপরা, উপজেলাঃ পটিয়া	শান্তিরহাট বাজার
৬০	চাঁদপুর	ইউনিয়নঃ ২নং বাকিলা, উপজেলাঃ হাজীগঞ্জ	বাকিলা বাজার
৬১		মতলব পৌরসভা, উপজেলাঃ মতলব দক্ষিণ	মুন্সিরহাট বাজার
৬২	ফেনী	ইউনিয়নঃ ৮নং জয়লস্কর, উপজেলাঃ দাগনভূঞা	সিলোনিয়া বাজার
৬৩		ইউনিয়নঃ ২নং রাজাপুর, উপজেলাঃ দাগনভূঞা	কোরাইশমুন্সী বাজার
৬৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউনিয়নঃ নাসিরনগর, উপজেলাঃ নাসিরনগর সদর	নাসিরনগর সদর বাজার
৬৫		ইউনিয়নঃ,শাহ্বাজপুর, উপজেলাঃ সরাইল	শাহবাজপুর বাজার
৬৬		ইউনিয়নঃ অরুয়াইল, উপজেলাঃ সরাইল	অরুয়াইল বাজার
৬৭		ইউনিয়নঃ কালীকচ্ছ উপজেলাঃ সরাইল	কালীকচ্ছ বাজার
৬৮		ইউনিয়নঃ লালপুর, উপজেলাঃ আশুগঞ্জ	লালপুর বাজার
৬৯	নোয়াখালী	ইউনিয়ন ঃ ০৩ নং মুছাপুর, উপজেলাঃ কোম্পনীগঞ্জ	বাংলা বাজার
৭০		ইউনিয়নঃ ১০নং আমিশাপাড়া উপজেলাঃ সোনাইমুড়ি	আমিশাপাড়া বাজার
৭১		ইউনিয়নঃ০১ নং চর জব্বার, উপজেলাঃ সুবর্ণচর	আক্তার মিয়ার হাট
৭২	রাঙ্গামাটি	ইউনিয়নঃ ১নং বেতবুনিয়া উপজেলাঃ কাউখালী	চাইঞ্জোবুই বাজার
৭৩	বান্দরবান (লামা)	আলি কদম সদর	সদর বাজার
৭৪	খাগড়াছড়ি	পৌরসভাঃ রামগড়, উপজেলাঃ রামগড়	সোনাইপুল বাজার
৭৫	কুমিল্লা	ইউনিয়নঃ ৮ নং মুন্সির হাট, উপজেলাঃ চৌদ্দগ্রাম	মুন্সিরহাট বাজার
৭৬		ইউনিয়নঃ মানিকারচর বাজার, উপজেলাঃ মেঘনা	মানিকাচর বাজার
৭৭		ইউনিয়নঃ ৪নং ভুলইন দক্ষিণ, উপজেলাঃ লালমাই	ভুশ্চি বাজার
৭৮		ইউনিয়নঃ নারান্দিয়া, উপজেলাঃ তিতাস	আসমানিয়া বাজার
৭৯		ইউনিয়নঃ কড়িকান্দি, উপজেলাঃ তিতাস	কড়িকান্দি বাজার

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ইউনিয়ন ও উপজেলা/থানার নাম	বাজারের নাম
ঘ) রাজশাহী বিভাগঃ			
৮০	রাজশাহী	পৌরসভাঃ কাটাখালী, উপজেলাঃ পবা	কাটাখালী বাজার
৮১		ইউনিয়নঃ পারিলা, উপজেলাঃ পবা	খড়খড়ি বাজার
৮২		ইউনিয়নঃ আউচপাড়া, উপজেলাঃ বাগমারা	গঙ্গোপাড়া হাট বাজার
৮৩		ইউনিয়নঃ শুভডাঙ্গা, উপজেলাঃ বাগমারা	মচমইল হাটবাজার
৮৪		ইউনিয়নঃ জিউপাড়া উপজেলাঃ পুঠিয়া	ধোপাপাড়া বাজার
৮৫		ইউনিয়নঃ মোল্লাপাড়া, উপজেলাঃ পুঠিয়া	মোল্লাপাড়া হাট বাজার
৮৬		ইউনিয়নঃ বাজুবাখা পৌরসভা, উপজেলাঃ বাঘা	চন্ডিপুর হাট বাজার
৮৭		ইউনিয়নঃ বাউসা,উপজেলাঃ বাঘা	দীঘাহাট বাজার
৮৮		ইউনিয়নঃ দেওপাড়া, উপজেলাঃ গোদাগাড়ী	রাজবাড়ী হাট বাজার
৮৯		ইউনিয়নঃ দেওপাড়া, উপজেলাঃ গোদাগাড়ী	কদমশহর হাট বাজার
৯০		পৌরসভাঃ চারঘাট, উপজেলাঃ চারঘাট	সরদহ (সারদা) বাজার
৯১		ইউনিয়নঃ ৪নং নিমপাড়া, উপজেলাঃ চারঘাট	নন্দনগাছী বাজার
৯২		ইউনিয়নঃ জয়নগর, উপজেলাঃ দূর্গাপুর	দাওকান্দি বাজার
৯৩		ইউনিয়নঃ জয়নগর, উপজেলাঃ দূর্গাপুর	কানপাড়া বাজার
৯৪		পৌরসভাঃ তানোর, উপজেলাঃ তানোর	তালন্দহাট বাজার
৯৫		পৌরসভাঃ তানোর উপজেলাঃ তানোর	কালিগঞ্জ হাট বাজার
৯৬		ইউনিয়নঃ মৌগাছী উপজেলাঃ মোহনপুর	মৌগাছী হাট বাজার
৯৭		ইউনিয়নঃ ধুরইল উপজেলাঃ মোহনপুর	ধুরইল হাট বাজার
৯৮	বগুড়া	ইউনিয়নঃ পীরগাছা, উপজেলাঃ বগুড়া সদর	পীরগাছা হাট
৯৯		ইউনিয়নঃ হাজারাদিঘী, উপজেলাঃ বগুড়া সদর	ঘোড়াধাপহাট
১০০		ইউনিয়নঃ নশিপুর, উপজেলাঃ গাবতলী	বাগবাড়ী হাট
১০১		ইউনিয়নঃ দূর্গাহাটা উপজেলাঃ গাবতলী	দূর্গাহাটা হাট
১০২		ইউনিয়নঃ কুতুবপুর, উপজেলাঃ সারিয়াকান্দি	কুতুবপুরহাট
১০৩		ইউনিয়নঃ শিহিপুর, উপজেলাঃ সোনাতলা	সৈয়দ আহম্মেদ কলেজ হাট
১০৪		ইউনিয়নঃ বড় বালুয়া, উপজেলা সোনাতলা	বালুয়া হাট
১০৫		ইউনিয়নঃ বিলহামলা, উপজেলাঃ শিবগঞ্জ	বিলহামলা
১০৬		ইউনিয়নঃ দাড়িদহ উপজেলাঃ শিবগঞ্জ	দাড়িদহ
১০৭		ইউনিয়নঃ শাওইল, উপজেলাঃ আদমদিঘী	শাওইল হাট
১০৮		ইউনিয়নঃ চাঁপাপুর উপজেলাঃ আদমদিঘী	চাঁপাপুর
১০৯		ইউনিয়নঃ সাহারপুকুর, উপজেলাঃ দুপচাঁচিয়া	সাহারপুকুর হাট
১১০		ইউনিয়নঃ চৌমোহনী, উপজেলাঃ দুপচাঁচিয়া	চৌমোহনী
১১১		ইউনিয়নঃ গুলিয়া কৃষ্ণপুর উপজেলাঃ নন্দীগ্রাম	গুলিয়াহাট
১১২		ইউনিয়নঃ ভাটগ্রাম উপজেলাঃ নন্দীগ্রাম	হাটকড়ি হাট
১১৩		ইউনিয়নঃ আড়িয়া বাজার উপজেলাঃ শাজাহানপুর	নয়মাইল হাট
১১৪		ইউনিয়নঃ গোহাইল,উপজেলাঃ শাজাহানপুর	জামাদারপুকুর
১১৫		ইউনিয়নঃ বিশালপুর, উপজেলাঃ শেরপুর	রাণীর হাট
১১৬		ইউনিয়নঃ ভাবানীপুর উপজেলাঃ শেরপুর	ভাবানীপুরহাট
১১৭	পাবনা	ইউনিয়নঃ একদন্ত, উপজেলাঃ আটঘরিয়া	শিবপুর বাজার
১১৮		ইউনিয়নঃ দেবত্তর, উপজেলাঃ আটঘরিয়া	গৌররী বাজার
১১৯		ইউনিয়নঃ সাহাপুর, উপজেলাঃ ঈশ্বরদী	চর সাহাপুর নতুন হাট
১২০		ইউনিয়নঃ দুলাই, উপজেলাঃ সুজানগর	দুলাই বাজার
১২১		ইউনিয়নঃ দুলাই, উপজেলাঃ সুজানগর	চিনাখড়া বাজার
১২২		ইউনিয়নঃ নাকালিয়া, উপজেলাঃ বেড়া	নাকালিয়া বাজার
১২৩		ইউনিয়নঃ মাশুমদিয়া উপজেলাঃ বেড়া	বাঁধের হাট
১২৪		ইউনিয়নঃ ডেমরা, উপজেলাঃ ফরিদপুর	ডেমরা বাজার
১২৫		ইউনিয়নঃ হাদল, উপজেলাঃ ফরিদপুর	ধানুয়াঘাটা বাজার

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ইউনিয়ন ও উপজেলা/থানার নাম	বাজারের নাম
১২৬	জয়পুরহাট	ইউনিয়নঃ ভাদসা, উপজেলাঃ জয়পুরহাট সদর	দূর্গাদহহাট
১২৭		ইউনিয়নঃ আমদই, উপজেলাঃ জয়পুরহাট সদর	মাধাইনগরহাট
১২৮		ইউনিয়নঃ উদয়পুর, উপজেলাঃ কালাই	মোসলেমগঞ্জ হাট
১২৯		ইউনিয়নঃ মাত্রাই, উপজেলাঃ মাত্রাই	মাত্রাই বাজার
১৩০		ইউনিয়নঃ গোপীনাথপুর, উপজেলাঃ আক্কেলপুর	গোপীনাথপুর
১৩১		ইউনিয়নঃ রায়কালী, উপজেলাঃ আক্কেলপুর	রায়কালী
১৩২		ইউনিয়নঃ আলমপুর, উপজেলাঃ ক্ষেতলাল	ফুলদিঘীহাট
১৩৩		ইউনিয়নঃ মামুদপুর, উপজেলাঃ ক্ষেতলাল	চৌমুহনীহাট
১৩৪		ইউনিয়নঃ আওলাই, উপজেলাঃ পাঁচ বিবি	শিরট্টিহাট
১৩৫		ইউনিয়নঃ আয়মারসুলপুর উপজেলাঃ পাঁচ বিবি	শালপাড়া হাট
১৩৬	নাটোর	ইউনিয়নঃ লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া, উপজেলাঃ নাটোর সদর	লক্ষীপুর হাট
১৩৭		ইউনিয়নঃ জোনাইল উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম	জোনাইল হাট
১৩৮		ইউনিয়নঃ ওয়ালিয়া, উপজেলাঃ লালপুর	ওয়ালিয়া বাজার
১৩৯		ইউনিয়নঃ কদিমচিলান, উপজেলাঃ লালপুর	চাঁনপুর বাজার
১৪০		পৌরসভাঃ বাগাতিপাড়া, উপজেলাঃ বাগাতিপাড়া	পেড়াবাড়িয়া বাজার
১৪১		ইউনিয়নঃ বাগাতিপাড়া, উপজেলাঃ বাগাতিপাড়া	তমালতলা বাজার
১৪২		ইউনিয়নঃ চামারী উপজেলাঃ সিংড়া	বিলদহর বাজার
১৪৩		ইউনিয়নঃ খাজুর, উপজেলাঃ নলডাঙ্গা	খাজুরা হাট
১৪৪		ইউনিয়নঃ মসিন্দা, উপজেলাঃ গুরুদাসপুর	কাচিকাটা হাট
১৪৫	সিরাজগঞ্জ	ইউনিয়নঃ বাহুকা, উপজেলাঃ সিরাজগঞ্জ সদর	হরিণা পিপুলবাড়িয়া হাট বাজার
১৪৬		ইউনিয়নঃ ছোনগাছা, উপজেলাঃ সিরাজগঞ্জ সদর	ছোনগাছা হাট বাজার
১৪৭		ইউনিয়নঃ পাংগাসী, উপজেলাঃ রায়গঞ্জ সদর	পাংগাসী হাট বাজার
১৪৮		ইউনিয়নঃ বেলতল, উপজেলাঃ রায়গঞ্জ	ভুইয়গাতী হাট বাজার
১৪৯		ইউনিয়নঃ নঁওগা, উপজেলাঃ তাড়াশ	নঁওগা হাট বাজার
১৫০		ইউনিয়নঃ বারুহাশ উপজেলাঃ তাড়াশ	বারুহাস হাট বাজার
১৫১		ইউনিয়নঃ রাজাপুর, উপজেলাঃ বেলকুচী	সমেশপুর হাট বাজার
১৫২		ইউনিয়নঃ বেতিল, উপজেলাঃ চৌহালী	বেতিল হাট বাজার
১৫৩		ইউনিয়নঃ ভদ্রঘাট উপজেলাঃ কামারখন্দ	ভদ্রঘাটহাট বাজার
১৫৪	নওগাঁ	ইউনিয়নঃ কির্ত্তীপুর, উপজেলাঃ নওগাঁ সদর	কির্ত্তীপুর
১৫৫		ইউনিয়নঃ বান্দাইখাড়া, উপজেলাঃ আত্রাই	বান্দাইখাড়া
১৫৬		ইউনিয়নঃ মনিয়ারী, উপজেলাঃ আত্রাই	পতিসর হাট
১৫৭		ইউনিয়নঃ রানীনগর, উপজেলাঃ রানীনগর	রানীনগর বাজার
১৫৮		ইউনিয়নঃ বদলগাছী, উপজেলাঃ বদলগাছী	বদলগাছী
১৫৯		ইউনিয়নঃ কোলা, উপজেলাঃ বদলগাছী	ভাণ্ডারপুর
১৬০		ইউনিয়নঃ চকগৌরি, উপজেলাঃ মহাদেবপুর	চকগৌরি
১৬১		ইউনিয়নঃ স্বরস্বতীপুর, উপজেলাঃ মহাদেবপুর	স্বরস্বতীপুর
১৬২		ইউনিয়নঃ প্রসাদপুর, উপজেলাঃ মান্দা	প্রসাদপুর হাট
১৬৩		ইউনিয়নঃ চৌবাড়িয়া, উপজেলাঃ মান্দা	চৌবাড়িয়া হাট
১৬৪		ইউনিয়নঃ নিয়ামতপুর, উপজেলাঃ নিয়ামতপুর	নিয়ামতপুর
১৬৫		ইউনিয়নঃ নিয়ামতপুর, উপজেলাঃ নিয়ামতপুর	সাংশৈল
১৬৬		ইউনিয়নঃ ঘোষনগর, উপজেলাঃ পত্নীতলা	জামজামপুর হাট
১৬৭		ইউনিয়নঃ ঘোষনগর, উপজেলাঃ পত্নীতলা	বাকরইল হাট
১৬৮		ইউনিয়নঃ আলমপুর, উপজেলাঃ ধামইরহাট	হরতকিডাঙ্গা
১৬৯		ইউনিয়নঃ আগ্রাদ্বিগুন, উপজেলাঃ ধামইরহাট	মঙ্গলবাড়ি হাট
১৭০		ইউনিয়নঃ নিতপুর, উপজেলাঃ পোরশা	নিতপুর বাজার
১৭১		ইউনিয়নঃ গোয়ালা, উপজেলাঃ সাপাহার	দিঘীরহাট
১৭২		ইউনিয়নঃ আইহাই, উপজেলাঃ সাপাহার	মধইল

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ইউনিয়ন ও উপজেলা/থানার নাম	বাজারের নাম
১৭৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পৌরসভাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	বটতলাহাট
১৭৪		ইউনিয়নঃ গোবরাতলা, উপজেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মহিনপুর বাজার
১৭৫		ইউনিয়নঃ মহারাজপুর, উপজেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মহারাজপুর বাজার
১৭৬		ইউনিয়নঃ বিনোদপুর, উপজেলাঃ শিবগঞ্জ	বিনোদপুর খাশের হাট
১৭৭		ইউনিয়নঃ শাহবাজপুর, উপজেলাঃ শিবগঞ্জ	শাহবাজপুর
১৭৮		ইউনিয়নঃ জামবাড়ীয়া, উপজেলাঃ ভোলাহাট	বড়গাছী
১৭৯		ইউনিয়নঃ গোহালবাড়ী, উপজেলাঃ ভোলাহাট	মুন্সীগঞ্জ হাট
১৮০		ইউনিয়নঃ নাচোল, উপজেলাঃ নাচোল	রাজবাড়ী হাট
১৮১		ইউনিয়নঃ নেজামপুর, উপজেলাঃ নাচোল	হাটবাকইল
১৮২		ইউনিয়নঃ চৌডালাঃ, উপজেলাঃ গোমস্তাপুর	চৌডালা
১৮৩		ইউনিয়নঃ রাধানগর, উপজেলাঃ গোমস্তাপুর	আক্কেলপুর
ঙ) রংপুর বিভাগঃ			
১৮৪	ঠাকুরগাঁও	ইউনিয়নঃ বালিয়া, উপজেলাঃ ঠাকুরগাঁও সদর	ভূল্লিরহাট
১৮৫		ইউনিয়নঃ বড়বাড়ী, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী	বালিয়াডাঙ্গী সদর
১৮৬		ইউনিয়নঃ আমজানখোর, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী	স্কুলহাট
১৮৭		ইউনিয়নঃ বড়পলাশবাড়ী, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী	মোড়লহাট
১৮৮		ইউনিয়নঃ হরিপুর, উপজেলাঃ হরিপুর	হরিপুর সদর
১৮৯		ইউনিয়নঃ ভাতুরিয়া, উপজেলাঃ হরিপুর	কাঠালডাঙ্গী
১৯০		ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ	জাবরহাট
১৯১		ইউনিয়নঃ খনগাঁও, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ	লোহাগাড়া বাজার
১৯২		ইউনিয়নঃ জগন্নাথপুর, উপজেলাঃ ঠাকুরগাঁও সদর	বড়খোচাবাড়ীহাট
১৯৩	পঞ্চগড়	ইউনিয়নঃ জগদল, উপজেলাঃ পঞ্চগড় সদর	জগদল বাজার
১৯৪		ইউনিয়নঃ হাড়িভাসা, উপজেলাঃ পঞ্চগড় সদর	হাড়িভাসা বাজার
১৯৫		ইউনিয়নঃ চাকলাহাট, উপজেলাঃ পঞ্চগড় সদর	চাকলাহাট বাজার
১৯৬		ইউনিয়নঃ সাকোয়া, উপজেলাঃ বোদা	সাকোয়া বাজার
১৯৭		ইউনিয়নঃ চিলাহাটি , উপজেলাঃ দেবীগঞ্জ	ভাউলাগঞ্জ বাজার
১৯৮		ইউনিয়নঃ ময়দানদিঘী, উপজেলাঃ বোদা	ময়দানদিঘী বাজার
১৯৯		ইউনিয়নঃ ভোজনপুর, উপজেলাঃ তেতুঁলিয়া	ভোজনপুর বাজার
২০০	নীলফামারী	ইউনিয়নঃ কামারপুকুর, উপজেলাঃ সৈয়দপুর	কামারপুকুর বাজার
২০১		ইউনিয়নঃ সংগলশী, উপজেলাঃ নীলফামারী সদর	ঢেলাপীর বাজার
২০২		ইউনিয়নঃ সংগলশী, উপজেলাঃ নীলফামারী সদর	কাজীর হাট
২০৩	কুড়িগ্রাম	ইউনিয়নঃ ভিতরবন্দ, উপজেলাঃ নাগেশ্বরী	ভিতরবন্দ বাজার
২০৪		ইউনিয়নঃ দূর্গাপুর, উপজেলাঃ উলিপুর	দূর্গাপুর বাজার
২০৫	গাইবান্ধা	ইউনিয়নঃ কামারদহ, উপজেলাঃ গোবিন্দগঞ্জ	ফাঁসিতলা বাজার
২০৬	দিনাজপুর	ইউনিয়নঃ৭নং মোস্তফাপুর, উপজেলাঃ পার্বতীপুর	আমবাড়ী হাট
২০৭		ইউনিয়নঃ ৮ নং হাবড়া, উপজেলাঃ পার্বতীপুর	হাবড়া হাট
২০৮		ইউনিয়নঃ ১০ নং হরিরামপুর, উপজেলাঃ পার্বতীপুর	খয়েরপুকুর হাট
২০৯		ইউনিয়নঃ ৮ নং হাবড়া, উপজেলাঃ পার্বতীপুর	ভবানীপুর হাট

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ইউনিয়ন ও উপজেলা/থানার নাম	বাজারের নাম
চ) খুলনা বিভাগ			
২১০	চুয়াডাঙ্গা	ইউনিয়ন ঃনেহালপুর, উপজেলাঃ চুয়াডাঙ্গা সদর	হিজলগাড়ি রাজার
২১১		ইউনিয়নঃ কুতুবপুর, উপজেলাঃ চুয়াডাঙ্গা সদর	বদরগঞ্জ বাজার
২১২	মাগুড়া	ইউনিয়নঃ বুনাগাতী, উপজেলাঃ শালিখা	বুনাগাতীবাজার
২১৩		ইউনিয়নঃ আড়পাড়া, উপজেলাঃ শালিখা	আড়পাড়াবাজার
২১৪		ইউনিয়নঃ শতখালী , উপজেলাঃ শালিখা	সীমাখালীবাজার
২১৫		ইউনিয়নঃ ১১ নং বেরইল-পলিতা , উপজেলাঃ	বেরইল-পলিতাবাজার
২১৬		ইউনিয়নঃ শ্রীপুর, উপজেলাঃ শ্রীপুর	সাচিলাপুরবাজার
২১৭	কুষ্টিয়া	ইউনিয়নঃ জিয়ারখী, উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর	কমলাপুরবাজার
২১৮		ইউনিয়নঃ ঝাউদিয়া, উপজেলাঃ ইবি, থানা	ঝাউদিয়াবাজার
২১৯		ইউনিয়নঃ আব্দালপুর, উপজেলাঃ ইবিথানা	মধুপুরবাজার
২২০		ইউনিয়নঃ উজানগ্রাম, উপজেলাঃ ইবিথানা	বিত্তিপাড়াবাজার
২২১		ইউনিয়নঃ আব্দালপুর, উপজেলাঃ ইবিথানা	লক্ষীপুরবাজার
২২২		ইউনিয়নঃ বারোইপাড়া, উপজেলাঃ মিরপুর	মশানবাজার
২২৩		ইউনিয়নঃ আমলা, উপজেলাঃ মিরপুর	আমলাবাজার
২২৪		ইউনিয়নঃ বারোইপাড়া, উপজেলাঃ মিরপুর	নওদাপাড়াবাজার
২২৫		ইউনিয়নঃ সমসপুর, উপজেলাঃ খোকসা	সমসপুরবাজার
২২৬		ইউনিয়নঃ সমসপুর, উপজেলাঃ খোকসা	গোপুগ্রাম/গোপগ্রামবাজার
২২৭		ইউনিয়নঃ জানিপুর, উপজেলাঃ খোকসা	একতাপুরহাট
২২৮		ইউনিয়নঃ বাগুলাট, উপজেলাঃ কুমারখালী	বাঁশগ্রামবাজার
২২৯		ইউনিয়নঃ ধলনগর, উপজেলাঃ কুমারখালী	ধলনগরবাজার
২৩০		ইউনিয়নঃ চাঁদপুর, উপজেলাঃ কুমারখালী	কুশলীবাসাবাজার
২৩১		ইউনিয়নঃ যদুবয়রা, উপজেলাঃ কুমারখালী	চৌরঙ্গীবাজার
২৩২		ইউনিয়নঃ যদুবয়রা, উপজেলাঃ কুমারখালী	জয়বাংলাবাজার
২৩৩		ইউনিয়নঃ পান্টি, উপজেলাঃ কুমারখালী	পান্টিবাজার
২৩৪		ইউনিয়নঃ হোগলবাড়িয়া, উপজেলাঃ দৌলতপুর	তারাগুনিয়া
২৩৫		ইউনিয়নঃ কাশমথুরাপুর, উপজেলাঃ দৌলতপুর	মথুরাপুরবাজার
২৩৬		ইউনিয়নঃ আড়িয়া, উপজেলাঃ দৌলতপুর	বড়গাংদিয়াবাজার
২৩৭		ইউনিয়নঃ প্রাগপুর, উপজেলাঃ দৌলতপুর	মহিষাকুন্ডিবাজার
২৩৮		ইউনিয়নঃ প্রাগপুর, উপজেলাঃ দৌলতপুর	প্রাগপুরবাজার
২৩৯		ইউনিয়নঃ খলিশাকুন্ডি, উপজেলাঃ দৌলতপুর	খলিশাকুন্ডিবাজার
২৪০		ইউনিয়নঃ বাহাদুরপুর, উপজেলাঃ ভেড়ামারা	কুচিয়ামোড়া
২৪১		ইউনিয়নঃ মোকারমপুর, উপজেলাঃ ভেড়ামারা	গোলাপনগর
২৪২		ইউনিয়নঃ আইলচারা, উপজেলাঃ মিরপুর	বড়আইলচারা
২৪৩		ইউনিয়নঃ আইলচারা, সদর উপজেলা	নাজিরপুরখোর্দ্দআইলচারা
২৪৪		ইউনিয়নঃ আলামপুর সদর, উপজেলা	স্বস্তিপুর/ভাদালিয়াবাজার
২৪৫		ইউনিয়নঃ কবুরহাট, উপজেলাঃ কুষ্টিয়াসদর	কবুরহাট/খাজানগর
২৪৬	নড়াইল	ইউনিয়নঃ কাশিপুর, উপজেলাঃ লোহাগড়া	এড়েন্দা বাজার
২৪৭		ইউনিয়নঃ পুরুলিয়া, উপজেলাঃ কালিয়া	চাচুড়ি বাজার
২৪৮		ইউনিয়নঃ বাউইসোনা, উপজেলাঃ কালিয়া	যোগানিয়া বাজার

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ইউনিয়ন ও উপজেলা/থানার নাম	বাজারের নাম
২৪৯	যশোর	ইউনিয়নঃ উলাশী, উপজেলাঃ শার্শা	উলাশী হাট
২৫০		ইউনিয়নঃ লক্ষণপুর, উপজেলাঃ শার্শা	লক্ষণপুর হাট
২৫১		ইউনিয়নঃ ডিহি, উপজেলাঃ শার্শা	পাকশিয়া হাট
২৫২		ইউনিয়নঃ বাহাদুরপুর, উপজেলাঃ শার্শা	বাহাদুরপুর বাজার
২৫৩		ইউনিয়নঃ গোগা, উপজেলাঃ শার্শা	গোগা হাট
২৫৪		ইউনিয়নঃ কুলসারা, উপজেলাঃ চৌগাছা	বাকরা বাজার
২৫৫		ইউনিয়নঃ নারিকেলবাড়িয়া, উপজেলাঃ বাঘারপাড়া	নারিকেল বাড়িয়া বাজার
২৫৬		ইউনিয়নঃ ইছালি, উপজেলাঃ যশোর সদর	হাসিমপুর বাজার
২৫৭		ইউনিয়নঃ দরাজহাট, উপজেলাঃ বাঘারপাড়া	বাঘাপাড়া সদর বাজার
২৫৮		ইউনিয়নঃ মাগুরা, উপজেলাঃ ঝিকরগাছা	কায়েমখোলা বাজার
২৫৯		ইউনিয়নঃ কুলসারা, উপজেলাঃ চৌগাছা	সলুয়া বাজার
২৬০		ইউনিয়নঃ পাজিয়া, উপজেলাঃ কেশবপুর	পাজিয়া বাজার
২৬১	খুলনা	ইউনিয়নঃ জলমা, উপজেলাঃ বাটিয়াঘাটা	কৈয়া বাজার
২৬২		ইউনিয়নঃ সুরখালী, উপজেলাঃ বাটিয়াঘাটা	বারো আড়িয়া বাজার
২৬৩		ইউনিয়নঃ জামিরা, উপজেলাঃ ফুলতালা	জামিরা বাজার
২৬৪		ইউনিয়নঃ বাগালী, উপজেলাঃ কয়রা	ঘুগরা কাঠি বাজার
২৬৫		ইউনিয়নঃ আমিরপুর, উপজেলাঃ বাটিয়াঘাটা	বাইনতলা বাজার
২৬৬		ইউনিয়নঃ আটলিয়া, উপজেলাঃ ডুমুরিয়া	কাঠালতলা বাজার
২৬৭		ইউনিয়নঃ রঘুনাথপুর , উপজেলাঃ ডুমুরিয়া	থুকড়া বাজার
২৬৮		ইউনিয়নঃ শরাফপুর, উপজেলাঃ ডুমুরিয়া	বানিয়াখালী বাজার
ছ) বরিশাল বিভাগঃ			
২৬৯	পিরোজপুর	ইউনিয়নঃ নাজিরপুর সদর, উপজেলাঃ নাজিরপুর	দীঘিরজান বাজার
২৭০		ইউনিয়নঃ মিরুখালী, উপজেলাঃ মঠবাড়িয়া	মিরুখালী বাজার
২৭১	বরগুনা	ইউনিয়নঃ চাওড়া, উপজেলাঃ আমতলী	তালুকদার বাজার
২৭২		ইউনিয়নঃ কড়ইবাড়িয়া, উপজেলাঃ তালতলী	কড়ইবাড়ীয়া বাজার
২৭৩		ইউনিয়নঃ ৪ নং সাড়িকখালি, উপজেলাঃ তালতলী	কচুপাত্রা বাজার
২৭৪		ইউনিয়নঃ ৬ নং কাজীরাবাদ, উপজেলাঃ বেতাগী	চান্দখালী বাজার
২৭৫		ইউনিয়ন-১নং রামনা, উপজেলাঃ বামনা	খোলপটুয়া বাজার
২৭৬	পটুয়াখালী	ইউনিয়নঃ দুমকি, উপজেলাঃ দুমকি	দুমকি
২৭৭		ইউনিয়নঃ বগা , উপজেলাঃ বাউফল	বগা
২৭৮		কুয়াকাটা পৌরসভা, উপজেলাঃ কলাপাড়া	কুয়াকাটা বাজার
২৭৯	বরিশাল	ইউনিয়নঃচাদপুরা, উপজেলাঃ বরিশাল সদর	সাহেবের হাট
২৮০	ঝালকাঠি	ইউনিয়নঃ কৃর্ত্তিপাশা, উপজেলাঃ ঝালকাঠিসদর	কৃর্ত্তিপাশাবাজার
২৮১		ইউনিয়নঃ কচুয়া, উপজেলাঃ কাঠালিয়া	কচুয়াবাজার
২৮২		ইউনিয়নঃ আউরাবুনিয়া, উপজেলাঃ কাঠালিয়া	আউরাবুনিয়াবাজার
২৮৩		ইউনিয়নঃ মোল্লারহাট , উপজেলাঃ নলছিটি	মোল্লারহাট
২৮৪	ভোলা	ইউনিয়নঃ কাচিয়া, উপজেলাঃ ভোলাসদর	পরাণগন্জবাজার
২৮৫		ইউনিয়নঃ পূর্বচর ইলিশা, উপজেলা ঃভোলাসদর	জংশনবাজার
২৮৬		ইউনিয়নঃ ধনিয়া, উপজেলাঃ ভোলাসদর	তুলাতুলিবাজার
২৮৭		ইউনিয়নঃ শিবপুর, উপজেলাঃ ভোলাসদর	ভোলার খাল
২৮৮		ইউনিয়নঃ চরকলমী, উপজেলাঃ চরফ্যাশন	আন্জুরহাটবাজার

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ হারুনূর রশীদ
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ বৈশাখ, ১৪৩৩/০৪ মে, ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০০১.২৪.১১৮**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	চর ভূরুঙ্গামারী	৫০	২০১১	৩	ভূরুঙ্গামারী	কুড়িগ্রাম	-
২	ছোট রাউতা	২৩	১৭৩৯	১২	ডোমার	নীলফামারী	-
৩	শ্রীপতিপুর	৩১০	২০৩৩	১২	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১৩২৫৪/২০২২ নং রিট পিটিশন দায়ের থাকায় ১০৮০ নং খতিয়ান ব্যতীত

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩/১২ মে ২০২৬

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০১৯.২৬-৫৩০**—যেহেতু, জনাব পার্থ প্রতীম দে (পরিচিতি নম্বর-৩১৬০৮০৮৬), সহকারী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নকলা, শেরপুর এর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা হানিকর কার্যকলাপের অভিযোগ উত্থাপিত হয়; তিনি তার প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এর সাথে মতবিরোধ, স্বার্থের সংঘাত ও অসম আচরণে লিপ্ত থাকেন; তিনি হাজিরা বহিতে স্বাক্ষর করেন না এবং অফিস প্রধানের অনুমতি ছাড়াই নিজের স্বাক্ষরে পত্র জারি করেন; গত ২০-০১-২০২৬ তারিখে অফিসের টোনার ক্রয়ে বকেয়া পরিশোধকে কেন্দ্র করে তিনি উক্ত উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার সাথে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হন এবং অকথ্য ভাষায় তাকে গালিগালাজ করেন;

যেহেতু, আনীত অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর- ০১/২০২৬ রুজু করতঃ অভিযোগনামায় তাকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামার লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক তিনি ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন; ১০-০৫-২০২৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; শুনানিতে তিনি টোনার ক্রয়ে বকেয়া পরিশোধকে কেন্দ্র করে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার সাথে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া এবং তাকে গালিগালাজ করার অভিযোগ স্বীকার পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, শুনানি অন্তে আনীত অভিযোগ, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রদত্ত জবাব ও শুনানিতে তার বক্তব্য পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় এবং এই কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব পার্থ প্রতীম দে (পরিচিতি নম্বর-৩১৬০৮০৮৬), সহকারী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নকলা, শেরপুর- কে 'অসদাচরণ' এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী তার বেতন "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তার বর্তমান মূল বেতন ২১,৪৭০/- (একুশ হাজার চারশত সত্তর) টাকা হতে অবনমন করে ১৬,০০০/- (ষোল হাজার) টাকায় নির্ধারণ করা হলো। সেই সাথে অত্র বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কে, এম, আলী নেওয়াজ
অতিরিক্ত সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ বৈশাখ, ১৪৩৩/১২ মে, ২০২৬

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০২১.১৭.২৫৯**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ১০(১)(খ) অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ক্যাটাগরিতে উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব দেবজিৎ সিংহ (৬৯২২)-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর অথবা বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদে (যেটি পূর্বে ঘটে) নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সফি উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩/১৩ মে ২০২৬

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০০৮.১৭.২৬৯**—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর অনুচ্ছেদ ৮(২) অনুসারে ড. এম. সায়েদুর রহমান-কে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০০৮.১৭.২৭১**—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর আর্টিকেল ৭(১)(ঘ) অনুযায়ী সাবেক সচিব জনাব আনোয়ার ফারুক-কে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০০৯.১৭.২৭০**—রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আদেশ, ২০১৪ এর ধারা ৮ অনুসারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এম. সায়েদুর রহমান-কে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জয়নাল আবেদীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৪২**—আদিষ্ট হয়ে ঢাকা জেলার সাভার থানার মামলা নং-৫০, তারিখ: ২২-০৬-২০২৫ খ্রি.,-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৭/৮/৯/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৪৩**—আদিষ্ট হয়ে ডিএমপি, ঢাকা'র শাহজাহানপুর থানার মামলা নং-১০, তারিখ: ১২-০২-২০২৪ খ্রি.,-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামি সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৮/৯/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগপত্র দাখিল ও বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ২৭ বৈশাখ ১৪৩৩/১০ মে ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৫৬**—আদিষ্ট হয়ে উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-৫০, তারিখ: ২৬-০৫-২০২৫ খ্রি.,-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৫৭**—আদিষ্ট হয়ে ধানমন্ডি থানার মামলা নং-০১, তারিখ: ০১-০৯-২০২৫ খ্রি., -এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামি সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৮/৯(২)/১০/১১/১২ তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলি আইন, ১৯০৮-এর ৩/৪/৬ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৫৮**—আদিষ্ট হয়ে বগুড়া জেলার শাজাহানপুর থানার মামলা নং-৩১, তারিখ: ১৯-০৫-২০২৫ খ্রি.,-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৯(৩)/১০/১১/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪৩৩/১১ মে ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৬০**—আদিষ্ট হয়ে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার মামলা নং-১৬, তারিখ: ১৯-০২-২০২৪ খ্রি., -এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর ৯(৩)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রাজনৈতিক শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪৩৩/১২ মে ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০৭৫.০২.০০২.২০১৯(অংশ-১).১৬৪**—০৫ মে ২০২৬ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত কোর কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোবাইল (IMEI এবং SIM) রেজিস্ট্রেশন দুর্বলতা এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) এর অপব্যবহারের কারণ উদঘাটন এবং করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠন করা হলো:

কমিটির রূপরেখা:

সভাপতি

১. মহাপরিচালক, এনটিএমসি

সদস্যবৃন্দ

২. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর একজন উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা

৩. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর একজন পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা

৪. স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি)-এর একজন পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তা

৫. অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-এর একজন পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তা

৬. বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) -এর একজন পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা

সদস্য-সচিব

৭. রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসার, এনটিএমসি

২। **কমিটির কর্মপরিধি (TOR) নিম্নরূপ:**

ক। মোবাইল ব্যবহারকারীর IMEI ও SIM-এর রেজিস্ট্রেশন এবং যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ এবং তা উত্তরণের উপায় নির্ধারণ।

খ। MFS ব্যবহার করে প্রচলিত অপরাধ বিশ্লেষণপূর্বক প্রতারণার কৌশল চিহ্নিতকরণ এবং করণীয় নির্ধারণ।

গ। MFS ব্যবহারকারীর রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত দুর্বলতা নির্ধারণ এবং Electronic Know Your Customer (eKYC) বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

ঘ। MFS এর মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিরুপণ।

ঙ। বিষয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জরুরি বিষয়াদি চিহ্নিতকরণ ও করণীয় নির্ধারণ।

৩। **অন্যান্য বিষয়াদি:**

ক। কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

খ। কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা এনটিএমসি কর্তৃক প্রদান করা হবে।

গ। উক্ত কমিটিতে উপর্যুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নপূর্বক মনোনীত প্রতিনিধির নাম আগামী ১৫ মে ২০২৬ তারিখের মধ্যে এনটিএমসি'র বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে. এম. ইয়াসির আরাফাত
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৭ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪৩৩/০৭ মে ২০২৬

নং **২৩.০০.০০০০.০৭০.৬৯.০৮১.১২.১১৪**—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্লাইং অফিসার নুজহাত লামিসা, বিডি/১০৭২১ ডিজি(পি) এবং ফ্লাইং অফিসার আবরার সামিন, বিডি/১০৭২৫- কে বিমান বাহিনী অ্যাক্ট রুলস্ ১৯৫৭ এর রুল-১৭ মোতাবেক চাকুরি হতে অপসারণ করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাকির হোসেন
উপসচিব।

ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/০৫ মে ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২০৮.২৬.৩২৬**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৬০৯১ কর্নেল মোঃ ফয়সাল আহাম্মদ ভূঁইয়া, পিএসসি- কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮ (সি), ২৫৩ (এ), ২৬১ এবং ২৬৯ (এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/২৮ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৭.২৭.০০০৪.২৫.১১৯**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, মৎস্যচাষ প্রকৌশলী, উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী; বর্তমান কর্মস্থল: মৎস্যচাষ প্রকৌশলী, উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, রংপুর থাকাকালীন সময়ে ২০১৪-২০১৫ আর্থিক বছরে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, রংপুর দপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলীর ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০২৫ এর ১৪৯ ধারার ২(খ) [পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮ এর ১২৭ ধারার ২(খ)] লংঘন করার অভিযোগের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক সুপারিশ করেছেন;

০২। যেহেতু, আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্খিত এবং দায়িত্বহীনতা বলে প্রতীয়মান হয়। যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে ০৪/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ২৫-১১-২০২৫ খ্রি. ৪৩৮ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে আপনাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়;

০৩। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, মৎস্যচাষ প্রকৌশলী, উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী; বর্তমান কর্মস্থল: মৎস্যচাষ প্রকৌশলী, উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর এর ০৯-১২-২০২৫ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ২৮-০৪-২০২৬ তারিখে আপনার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং আপনার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে আপনার বক্তব্য নিম্নরূপ:

'পাবলিক প্রকিউমেন্ট রুলস্ ২০০৮' অনুসরণ না করে মূল্যায়ন কমিটির সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও আমি দরপত্র মূল্যায়ন সীটে স্বাক্ষর করেছি। 'পাবলিক প্রকিউমেন্ট রুলস্ ২০০৮' সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকায় বিষয়টি আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল।

০৪। যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আপনাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

০৫। সেহেতু, আপনি জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, মৎস্যচাষ প্রকৌশলী, উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী; বর্তমান কর্মস্থল: মৎস্যচাষ প্রকৌশলী, উপপরিচালকের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ, রংপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক আপনাকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩/০৬ মে ২০২৬

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.৯৯.৯১.২৪.৮২৬**—বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম-এর ১৫ মার্চ ২০২৬ তারিখের ০৫.৪২.২০০০.০০০.০৪১.৪১.০০২৪.২৩.১২১ সংখ্যক স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে The Bengal Ferries Act, 1885-এর ৬ ধারা মোতাবেক নিম্নোক্ত ফেনী জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ০৮ টি খেয়াঘাট ও কুমিল্লা জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ০৪ টি খেয়াঘাট এতদ্দ্বারা বিলুপ্ত করা হলো:

ক্রম.	খেয়া ঘাটের নাম	অবস্থান/উপজেলা	সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ
১	মাওলানা খেয়াঘাট	সোনাগাজী	ফেনী জেলা পরিষদ
২	আলোকদিয়া খেয়াঘাট	ছাগলনাইয়া	
৩	কোরবানের খেয়াঘাট	ফেনী সদর	
৪	ছাদেকের খেয়াঘাট	ফেনী সদর	
৫	ঝালুয়া খেয়াঘাট	ছাগলনাইয়া	
৬	রিয়াজ উদ্দিন ভুঞারহাট খেয়াঘাট	ছাগলনাইয়া	
৭	রনা খেয়াঘাট	ছাগলনাইয়া	
৮	মহামায়া খেয়াঘাট	ছাগলনাইয়া	
৯	জাফরগঞ্জ খেয়াঘাট	দেবিদ্বার	কুমিল্লা জেলা পরিষদ
১০	নোয়াকান্দি খেয়াঘাট	দেবিদ্বার	
১১	ব্রাহ্মণচর- টেকেরবাজার খেয়াঘাট	হোমনা	
১২	ধামঘর খেয়াঘাট	মুরাদনগর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খোন্দকার ফরহাদ আহমদ
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩/১৩ মে ২০২৬

নং **২৫.০০.০০০০.১২৩.২২.০০২.২৫-৩০১**—রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০২৬ এর ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী ঢাকা মহানগর বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০২২-২০৩৫)-এর ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন সংক্রান্ত আবেদনসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে কারিগরি ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রস্তাবিত কারিগরি কমিটি গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

১. সদস্য (পরিকল্পনা), রাজউক

সদস্যবৃন্দ

২. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব এর নিম্নে নয়)

৩. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (উপ-পরিচালক এর নিম্নে নয়)

৪. স্থাপত্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (নির্বাহী স্থপতির এর নিম্নে নয়)

৫. ঢাকা ওয়াসার একজন প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলীর নিম্নে নয়)

৬. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি (উপ-পরিচালক এর নিম্নে নয়)

৭. নগর পরিকল্পনাবিদ (নগর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা), রাজউক

৮. গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলীর নিম্নে নয়)

সদস্য-সচিব

৯. প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, রাজউক

কমিটির প্রধান কার্যপরিধি (TOR) -

(ক) বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০২২-২০৩৫)-এ বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার এলাকা চিহ্নিতকরণে কারিগরি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত কমিটি কাজ করবে;

(খ) বিদ্যমান বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০২২-২০৩৫) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পর্যালোচনা ও সরেজমিন পরিদর্শন;

(গ) বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালার সাথে আবেদনকৃত ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের সামঞ্জস্যতা যাচাই;

(ঘ) মৌজা ম্যাপ পরিবীক্ষণ;

(ঙ) আবেদনকৃত ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনা তা কারিগরি যাচাই;

(চ) আবেদনকৃত পরিবর্তনের ফলে উপকৃত ব্যক্তি ও প্রভাব বলয় এলাকার জনগোষ্ঠীর তথ্যসহ পরিবর্তনের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ;

(ছ) এ কারিগরি কমিটি তাদের মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বোর্ড এর সভাপতি বরাবর দাখিল করবেন।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোছাঃ লুৎফুন নাহার নাজীম
উপসচিব (বিকল্প কর্মকর্তা)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩৩/১৪ মে ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০০১.২৫.১৩০**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলোঃ

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	পলাশগড়	৪২	৯৭৮	৬	জামালপুর সদর	জামালপুর
২	যোগীরগোপা	৪৩	৭৭৮	৩	জামালপুর সদর	জামালপুর

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১৩.১৫.১৩১**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলোঃ

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	কাঞ্চনপুর	৫২	২	৯	তজুমদ্দিন	ভোলা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।